দৈনিক ইনকিলাব 27/10/2003

তারিখ ...

পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রসঙ্গে

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় কেহ এ প্লাস পায় নাই। তদুপরি শুধু অংকেই ফেল করিয়াছে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। ইহার প্রকৃত কারণ তুলিয়া ধরিতেই এই পত্রের অবতারণা। এবারের গণিত বিষয়ের মডারেটরদের নাকি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, ১) গত পাঁচ বৎসরে প্রশ্নপত্রের সহিত এবারের গণিত প্রশ্নপত্রের যেন কোন মিল না থাকে। এবং ২) এবারের গণিত প্রশ্নপত্রে প্রত্যেক অংকের গাণিতিক সংখ্যা (ফিগার) পরিবর্তন করিতে হইবে। মূলতঃ এই হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলেই শুধু গণিত বিষয়েই ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ফেল করে এবং পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের কেহই গণিত বিষয়ে শতকরা ৮০ বা তাহার উপরে নম্বর পায় নাই। যাহার ফলে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কোন ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যে ফলাফলের ঘরে জিএপি-তে এ প্লাস জোটে নাই। আমরা সেই হতভাগ্য ছাত্র। আমাদের প্রত্যেক বিষয়ে এ প্লাস থাকিলেও গণিত বিষয়ের কারণে জিএপি শুধু 'এ'। দুই বৎসর পর যখন আমরা এইচএসসি পাস করিয়া বাহির হইব, তখন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা হইতে আমরা (রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরা) পিছাইয়া পড়িব। কারণ অন্যান্য বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুই পরীক্ষায় এ প্লাস পাওয়ার জন্য আগাইয়া যাইবে। এ ব্যাপারে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মডারেটরদের দোষারোপ করিয়াছেন এবং তিনি কেবল আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত পালন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। প্রশ্ন হইতেছে, আন্তঃবোর্ডের সিদ্ধান্তই যদি বড় হয় তাহা হইলে টেক্সবুক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত গণিত বিষয়ের সিলেবাস বাতিল করিয়া আন্তঃবোর্ডের সিদ্ধান্ত কেন সকল স্কুলে প্রেরণ করা হইল না? আর অন্যান্য শিক্ষা বোর্ড আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিল না। অথচ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কেন আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিল? আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জানা থাকিলে তাহারা ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথভাবে পরীক্ষার জন্য গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। এমতাবস্থায়, বিষয়টি তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

হাকিম, অদ্রি, ময়েজ,
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও
ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, রাজশাহী।